কম দামি স্টেন্টে ‘অনীহা’ কিছু হাসপাতালেরই

পারিজাত বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজ্য সরকারের বেঁধে দেওয়া গুণমানের শর্তে ভাল ভাবে পাশ করেছিল পাঁচটি সংস্থার স্টেন্ট। সরকারি হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য গত অগস্ট মাসে দরপত্রের মাধ্যমে তারা নির্বাচিতও হয়েছিল। কিন্তু দু’মাস কাটতে-না-কাটতেই দেখা গেল, বেশ কিছু সরকারি মেডিক্যাল কলেজের কার্ডিওলজি বিভাগে ব্যবহার হচ্ছে শুধু সবচেয়ে দামি স্টেন্টগুলিই। প্রায় সম মানের অপেক্ষাকৃত কমদামি স্টেন্টগুলি কোথাও নামেমাত্র ব্যবহার হয়েছে, কোথাও আবার একেবারেই হয়নি।

সরকারি হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞদের একাংশের দাবি, যে রোগীর ক্ষেত্রে যে স্টেন্ট উপযুক্ত মনে হয়েছে, সেটাই লাগানো হয়েছে। বেশি দামের স্টেন্ট বেশি ব্যবহৃত হওয়াটা কাকতালীয়। এ ভাবেই ঘটনার সঙ্গে উঠে আসা দুর্নীতি বা মোটা কমিশনের খেলার যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন তাঁরা।

কিন্তু স্বাস্থ্য দফতর তাতে সহজে সন্তুষ্ট হচ্ছে না। নিখরচায় সমস্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে গিয়ে এমনিতেই টাকার জোগান হিমশিম অবস্থা। দেড়-দু’লক্ষ টাকা দামের এক-একটি ওষুধও তাদের নিখরচায় দিতে হচ্ছে। এই অবস্থায় অপেক্ষাকৃত কম দামের ড্রাগ ইল্যুটিং স্টেন্টের জোগান থাকতেও বহু জায়গায় চিকিৎসকদের শুধু বেশি দামি ড্রাগ ইল্যুটিং স্টেন্ট ব্যবহার করাকে কাকতালীয় বা স্বাভাবিক মনে করছে না স্বাস্থ্য দফতর। কারণ, এই ‘বেশি’ টাকার চাপ সরকারকেই নিতে হচ্ছে। অপেক্ষাকৃত কম দামের স্টেন্ট বেশি ব্যবহৃত হলে যে চাপ অনেকটা কমে যেত। ফলে বেশি টাকার স্টেন্টের বেশি ব্যবহারের পিছনে ‘আসল’ রহস্য উদ্ঘাটনে তদন্ত শুরু করেছে স্বাস্থ্য দফতরের সাধারণ প্রশাসনিক বিভাগ।

স্বাস্থ্য দফতরের হাতে এ ক্ষেত্রে দু’টি জোরালো যুক্তি রয়েছে। প্রথমত, পাঁচটি সংস্থার স্টেন্ট-ই সরকার নির্ধারিত গুণমানের পরীক্ষা উতরেছে এবং দরপত্রের মাধ্যমে সরকারি হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। ফলে তাদের কোনওটিকেই ‘খারাপ’ বলা যাবে না। দ্বিতীয়ত, বেশ কয়েকটি সরকারি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজে এই পাঁচ সংস্থার স্টেন্ট-ই সম পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে—ওই হাসপাতালগুলি সব ধরনের দামের স্টেন্ট সমান ভাগে ব্যবহার করতে পারলে সব হাসপাতাল কেন পারবে না? ওই পাঁচ সংস্থার স্টেন্ট যখন গুণমানের শর্ত পূরণ করেছে, তখন তার মধ্যে কোনও একটি বা দু’টির ব্যবহার বন্ধ থাকবে কেন?

বিতর্ক আরও উস্কে তুলেছে সরকারি দরপত্রে নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও অনেক কম ব্যবহার হওয়া স্টেন্টের সংস্থাগুলির অভিযোগ। সংস্থার কর্তারা অভিযোগ করেছেন, বেশি দামের স্টেন্ট প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি কিছু চিকিৎসককে মোটা কমিশন দিচ্ছেন, যাঁর লোভে চিকিৎসকেরা শুধু ওই স্টেন্টগুলিই বসাচ্ছেন। যদিও তা ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে অভিযুক্ত সংস্থাগুলি।

স্বাস্থ্য দফতরের স্পেশ্যাল সেক্রেটারি (সাধারণ প্রশাসন) সুবীর চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, “কার্ডিওলজিস্টরা যে রোগীর ক্ষেত্রে যে স্টেন্ট সবচেয়ে ভাল মনে করবেন সেটাই ব্যবহার করবেন, এতে বাইরে থেকে অন্যদের কিছু বলার নেই। ওই চিকিৎসকেরাই জানাচ্ছেন, ড্রাগ ইল্যুটিং স্টেন্টের ভিতরেও কিছু স্টেন্ট ব্যবহারে বেশি ভাল ফল মেলে, তাই সেগুলি বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। এটা কতটা সত্যি, তা তদন্ত না-করে বলা যাবে না।” দফতরের সচিব (মার্ট) মনমিত নন্দারও বক্তব্য, “বিষয়টি ভাল করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।”

এ ব্যাপারে যে সব হাসপাতালের দিকে বেশি আঙুল উঠছে, তার মধ্যে রয়েছে কলকাতার এসএসকেএম, মেডিক্যাল কলেজ এবং ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ। গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে এসএসকেএমে সবচেয়ে বেশি দামের বিদেশি স্টেন্ট (৪০-৪২ হাজার টাকা দাম) বসানো হয়েছে ১৬৫টি। আর একটি বিদেশি সংস্থার ৪০ হাজারের স্টেন্ট বসেছে ১০৪টি। সেখানে বিদেশি হওয়া সত্ত্বেও একটি কমদামি (২৩ হাজার ৭৫০টাকা) স্টেন্ট বসেছে মাত্র ২৬টি। আর দেশি হওয়া সত্ত্বেও যে স্টেন্টের দাম বিদেশি স্টেন্টের কাছাকাছি (৩৮ হাজার), সেটি বসেছে ৪০টি। অথচ যে দেশি স্টেন্টের দাম ১৩ হাজার টাকা, সেটি একটিও বসেনি। একই ভাবে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ওই দু’মাসে সবচেয়ে দামি বিদেশি স্টেন্ট বসেছে ৫৬টি। প্রায় একই দামের অন্য সংস্থার বিদেশি স্টেন্ট বসেছে ২২টি। কিন্তু আর এক বিদেশি সংস্থার কমদামি স্টেন্ট বসেছে মোটে ৫টি। সেই জায়গায় একটি দেশি সংস্থার ৩৮ হাজার টাকা দামের স্টেন্ট ৩টি বসেছে। এখানেও সবচেয়ে কমদামি দেশি স্টেন্ট একটিও বসেনি। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজেও সবচেয়ে বেশি দামের বিদেশি স্টেন্ট গত দু’মাসে বসেছে ৪০টি। আর একটি সংস্থার দামি বিদেশি স্টেন্ট বসেছে ১৪টি। অথচ কমদামি একটি বিদেশি স্টেন্ট এবং কমদামি একটি দেশি স্টেন্ট একটিও বসেনি।

যদিও এসএসকেএমের কার্ডিওলজি বিভাগের প্রধান শরৎচন্দ্র মণ্ডল বলেন, “কমিশন নেওয়ার অভিযোগ অবাস্তব। রোগীর স্বাস্থ্যের দিক থেকে আমাদের যে স্টেন্ট সবচেয়ে উপযুক্ত মনে হয়েছে, সেটাই ব্যবহার করেছি।”

তা হলে কি ধরে নিতে হবে, সরকারি দরপত্রে নির্বাচিত অপেক্ষাকৃত কমদামি এবং কম ব্যবহার হওয়া ড্রাগ ইল্যুটিং স্টেন্টগুলি নিম্ন মানের? যদি তা-ই হয়, তা হলে সরকার সেগুলি বাছাই করল কেন? শরৎচন্দ্রবাবু এর উত্তর দিতে চাননি। এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের কার্ডিওলজির প্রধান সুকুমার দাস এবং মেডিক্যাল কলেজের কার্ডিওলজির প্রধান শান্তনু গুহ। এসএসকেএমের অন্য এক কার্ডিওলজিস্টের কথায়, “পুরনো জেনারেশনের ড্রাগ ইল্যুটিং স্টেন্টগুলি আমরা অপেক্ষাকৃত তরুণ রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চাই না। তাই সেগুলির ব্যবহার কম হয়েছে।” তখন প্রশ্ন করা হয়, তা হলে কি এসএসকেএমে ওই দু’ মাসে হাতেগোনা বয়স্ক রোগীর দেহেই শুধু স্টেন্ট বসেছে? উত্তর মেলেনি।

অথচ, আরজিকর মেডিক্যাল কলেজে দেখা যাচ্ছে, গত দু’ মাসে ওই পাঁচ সংস্থার স্টেন্টের প্রত্যেকটিই মোটামুটি ভাগাভাগি করে বসানো হয়েছে। সেখানকার কার্ডিওলজির প্রধান কনক মিত্রের উক্তি, “আমাদের মতে, এই পাঁচটি স্টেন্টই কমবেশি একই মানের। আমরা তাই সবগুলিই ব্যবহার করেছি। অন্যরা কেন করেনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করুন।”